সুজন সংবাদ
২১তম সংখ্যা, মে ২০১৭

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
সানজিদা হক বিপাশা

সম্পাদনা সহযোগী
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দিলীপ কুমার সরকার
আহসানুল কবীর ডলার

প্রকাশকাল
২০ এপ্রিল ২০১৭

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
'সুজন' সচিবালয়:
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.shujan.org ও
www.votebd.org
ফেসবুক: facebook.com/shujan.bd

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান

ড. বদিউল আলম মজুমদার

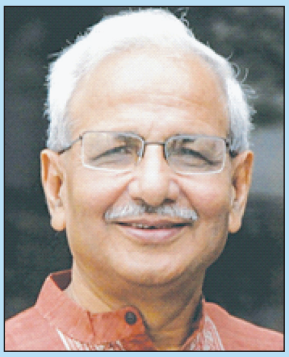

বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। গত ১২ বছরে সারাদেশে ছোট-বড় আরও অনেকগুলো সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটে গত বছরের ১ জুলাইয়ের গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে, যেখানে পাঁচজন জঙ্গিসহ ২৯ জন ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। গত কয়েক মাসে সিলেটের আতিয়ার মহল-সহ আরও অনেকগুলো স্থানে সহিংস সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, যাতেও বহু ব্যক্তি হতাহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় অনেকে বিস্মিত হয়েছেন।

এসব ঘটনা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হবার কারণ হলো হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। অনেকের ধারণা, জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে বাউল-লালন যে দেশের মানুষের মানস গড়ে তুলেছে, রবীন্দ্র-নজরুল যাদের প্রেরণার উৎস এবং সুফিবাদ যাদের বিশ্বাসের অংশ, তাদের পক্ষে উগ্রবাদের পথে হাঁটা অসম্ভব। অনেকের মতে, বাঙালির মনন-মানসেই সহনশীলতা ও প্রগতিশীলতার বীজ লুকায়িত, জঙ্গিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ঘটনা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হবার কারণ হলো হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। অনেকের ধারণা, জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে বাউল-লালন যে দেশের মানুষের মানস গড়ে তুলেছে, রবীন্দ্র-নজরুল যাদের প্রেরণার উৎস এবং সুফিবাদ যাদের বিশ্বাসের অংশ, তাদের পক্ষে উগ্রবাদের পথে হাঁটা অসম্ভব। অনেকের মতে, বাঙালির মনন-মানসেই সহনশীলতা ও প্রগতিশীলতার বীজ লুকায়িত, জঙ্গিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

যদিও বহুলাংশে আমাদের 'মুসলিম আইডিনটিটি' বা মুসলিম পরিচিতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি, কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের মুসলিম পরিচিতি ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে। বস্তুত ষাটের দশকে মুসলিমের পরিবর্তে বাঙালি পরিচিতিই এদেশের মানুষের জন্য মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের পরিচিতিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল স্তম্ভের একটি হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতা, যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি। এই স্বীকৃতির পেছনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যকার পরিচয়ভিত্তিক বিভাজন ও বিদ্বেষের তথা সাম্প্রদায়িকতার চিরতরে অবসান ঘটানো। এর অবসান ঘটলেই, আশা করা হয়েছিল, আমরা ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগত পরিচিতি নির্বিশেষে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবো।

আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি এবং একইসঙ্গে বহুগর্বের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের বাঙালি পরিচিতির প্রতি যেকোনো ধরনের হুমকি ঠেকাতে সক্ষম হবে। এই বিশ্বাস থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের লক্ষণগুলোকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখিনি। আমাদের ধারণা হয়েছে, উদার অসাম্প্রদায়িকতার, রূপক অর্থে, একটি 'টাইটানিক: যা ডুবার নয়' আমরা তৈরি করে ফেলেছি, যা যেকোনো ধর্মান্ধতার আগ্রাসনের ধাক্কা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে।

তবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে যেন আমাদের মন-মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। আমরা ক্রমাগতভাবে ধর্মাশ্রয়ী হয়ে পড়তে থাকি। ফলে বাঙালি পরিচিতির পরিবর্তে আবারও আমাদের জন্য মুসলিম পরিচিতি মুখ্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে যদিও বাঙালি পরিচিতি ছিল আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে মুসলিম পরিচিতি হয়ে পড়েছে ক্রমশ অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক জরিপে এ পরিবর্তন ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী ধর্মাশ্রয়ী মানসিকতার যে উন্মেষ ঘটেছে আমাদের এই পরিবর্তিত ধর্মভিত্তিক পরিচিতি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

> অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল স্তম্ভের একটি হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতা, যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি। এই স্বীকৃতির পেছনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যকার পরিচয়ভিত্তিক বিভাজন ও বিদ্বেষের তথা সাম্প্রদায়িকতার চিরতরে অবসান ঘটানো। এর অবসান ঘটলেই, আশা করা হয়েছিল, আমরা ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগত পরিচিতি নির্বিশেষে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবো।

আমাদের পরিচিতিতে এধরনের বিরাট পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে সৃষ্টির পর পরই আমাদের মুসলিম পরিচিতিতে প্রথম ধাক্কা লাগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সৃষ্টি ও ও আইসি'র সদস্য হওয়ার মাধ্যমে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের মুসলিম পরিচিতিকে মুখ্য করে তোলার আরও বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তুলে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। এই সময়ে আমাদের দেশে মাদরাসা শিক্ষার, বিশেষত কওমি মাদরাসার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও বাংলাদেশের প্রসারমান মুসলিম পরিচিতি ও ধর্মান্ধতা সৃষ্টিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আশির দশকে আফগানিস্তানে উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুজাহিদিনের সৃষ্টি করা হয়, যারা সোভিয়েত দখলদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশিও এযুদ্ধে অংশ নেয়। আফগানিস্তান ফেরত এসব বাঙালি যোদ্ধারা ইসলামের উগ্র জেহাদি ব্যাখ্যা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে এবং বাংলাদেশে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। তারাই প্রথম স্লোগান তোলে– 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। এরাই গড়ে তোলে হুজির মত সংগঠন। এসব সংগঠন প্রত্যেক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারি, বিশেষত এরশাদ সরকারের সমর্থন ও আশ্রয়-প্রশ্রয় পেতে থাকে।

> অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দমন-পীড়ন, অপশাসন ও সাধারণ জনগণের বঞ্চনাও 'রাজনৈতিক ইসলামে'র প্রতি এক শ্রেণির ধর্মাশ্রয়ীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এসবই আমাদের ধর্মভিত্তিক পরিচিতি বিস্তারের পালে আরও হাওয়া যুগিয়েছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিককালে পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের মাধ্যমে।

এমনকি ১৯৯০ সালের এরশাদের পতন এবং গণতান্ত্রিক শাসনের পুনঃপ্রবর্তনের পরও উগ্রবাদী শক্তির প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন অব্যাহত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এই শতকের শুরুর দিকে রাজশাহী অঞ্চলে বাংলা ভাইয়ের উত্থান ঘটেছিল বিএনপি-জামায়াত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। এমনকি দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান প্রবক্তা আওয়ামী লীগও ২০০৬ সালে ধর্মাশ্রয়ী খেলাফতে মজলিসের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি সাক্ষর করে, যে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে বাসফেমি আইন প্রণয়ন ও আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে হত। উলেখ্য, ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে উক্ত চুক্তিটি বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকার ২০১১ সালে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে পুনরায় স্বীকৃতি দেয়। একই সংশোধনীতে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাও পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে কোনো বিশেষ ধর্মকে আলাদা মর্যাদা বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান অসঙ্গত হলেও সরকার বিভিন্নভাবে ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো সৌদি সরকারের সহায়তায় দেশের জেলা-উপজেলায় মডেল মসজিদ কমপেক্স প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক ঘোষণা। হেফাজতে ইসলামের ব্যাপারে সরকারের নতজানু নীতিও এব্যাপারে আরেকটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

আমাদের ধর্মভিত্তিক পরিচিতি বিস্তারের পেছনে সরকারি ও আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কাজ করেছে। অনেকদিন থেকেই আমাদের ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে, যেগুলোর মাধ্যমে অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হয়েছে। কিছু ব্যাংক শরিয়া ব্যাংকিংয়ের প্রচলন ঘটিয়েছে। ব্যবসায়ীরা হালাল সাবান বিক্রি করা শুরু করেছে। একইসঙ্গে বন্ধ হয়েছে যাত্রা, নাটকের মত সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার অনুষ্ঠান। উপরন্তু, অন্য ধর্মলম্বীদের প্রতি হেয় মনোভাব আমাদের অনেক শিশু যেন মায়ের দুধের সঙ্গেই পেয়ে থাকে, যা তাদের জন্য পরিণত বয়সে জঙ্গিবাদের দিকে আকৃষ্ট হবার বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দমন-পীড়ন, অপশাসন ও সাধারণ জনগণের বঞ্চনাও 'রাজনৈতিক ইসলামে'র প্রতি এক শ্রেণির ধর্মাশ্রয়ীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এসবই আমাদের ধর্মভিত্তিক পরিচিতি বিস্তারের পালে আরও হাওয়া যুগিয়েছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিককালে পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের মাধ্যমে।

> সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা নিরসনে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের যেন কোনো মনোযোগই নেই, যদিও বহুমুখী বিশেষত আন্তর্জাতিক প্রপাগান্ডার কারণে উগ্র ধর্মাশ্রয়িতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। তাই এখনও মোহভঙ্গ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে এবং জরুরি ভিত্তিতে উদারনৈতিক ইসলামের পক্ষে ও ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আমাদেরকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।

ধর্মীয় উন্মাদনার প্রতি বহুমুখী পৃষ্ঠপোষকতার কারণে উগ্র ধর্মাশ্রয়িতার একটি 'আইসবার্গ' বা হিমশৈল যেন আজ আমাদের সামনে তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, পানির ওপরে থাকা হিমশৈলের ক্ষুদ্র অংশই দৃশ্যমান। উগ্র ধর্মাশ্রয়িতার যে অংশ আমরা দেখতে পাই তা হলো হলি আর্টিজানের মত ঘটনায় তার উগ্র ও সহিংস প্রকাশ। আমাদের নীতি-নির্ধারকরা যাকে 'নিরাপত্তা ইস্যু' হিসেবে বলপ্রয়োগের কৌশলের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছেন। যদিও বলপ্রয়োগ কৌশল নয়, কৌশলের অংশ মাত্র। কিন্তু ক্রমবর্ধমান পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হিমশৈলের পানির নিচের অংশ ক্রমাগতভাবেই যেন বেড়ে চলেছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষের বিস্তারে এবং সারাদেশে বছরজুড়ে সংঘটিত 'লো-লেভেল' বা অপেক্ষাকৃত কম নৃশংস সহিংসতার বিস্তারে, যার বড় অংশই হয়তো এখন আর সংবাদমূল্য বহন করে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা নিরসনে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের যেন কোনো মনোযোগই নেই, যদিও বহুমুখী বিশেষত আন্তর্জাতিক প্রপাগান্ডার কারণে হিমশৈলের নিচের অংশ অর্থাৎ উগ্র ধর্মাশ্রয়িতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে, যা আমাদের ধর্মীয় উগ্রবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রতিভূ হিসেবে সৃষ্ট অসাম্প্রদায়িকতার টাইটানিকে সজোরে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। এ ধাক্কার ফলে আমাদের টাইটানিক এখনও ডুবে না গেলেও, এতে মনে হয় যেন ফুটো সৃষ্টি হয়েছে এবং পানি উঠতে শুরু করেছে। তাই এখনও মোহভঙ্গ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে এবং জরুরি ভিত্তিতে উদারনৈতিক ইসলামের পক্ষে ও ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আমাদেরকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। (প্রবন্ধটি ০৪ মে ২০১৭, *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত)

লেখক: ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

জেলাভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে

সুজন-এর আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা-২০১৭

২০১৭ সালে সারাদেশে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর নয়টি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। ২৭ জানুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেটে সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, পৌর ও ইউনিয়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাসমূহে মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশ নেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। সুজন-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সভাসমূহে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী প্রতিটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠান সূচি:

- জাতীয় সঙ্গীত;
- পরিচিতি;
- স্বাগত বক্তব্য;
- শোক প্রস্তাব;
- ২০১৬ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ;
- জেলাভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ;
- কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন;
- বিবিধ; এবং
- সমাপ্তি ঘোষণা।

সভাপতিসহ কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের আসন গ্রহণের পর প্রতিটি অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর স্বাগতিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।

শোক প্রস্তাব: প্রতিটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভায় সংগঠনের নাটোর জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন, মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব আবু মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুজাহিদ, শেরপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ও ঝিনাইগাঁতী উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন, গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম খান ও রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলা কমিটির সম্পাদক জনাব সোহেল আহম্মেদ-এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়াত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন পালন করা হয়। উল্লেখ্য, সিলেটে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানা কমিটির সভাপতি জনাব সেলিম সায়ীদের নামটিও যুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন: প্রতিটি সভাতেই ২০১৬ সালের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। প্রতিবেদনে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক; ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন; ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'; জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বানে একযোগে সারাদেশে মানববন্ধন; আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে একযোগে সারাদেশে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন; মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ও তথ্য অলিম্পিয়াড আয়োজন; তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি লড়াই পরিচালনা; ভোটবিডি ওয়েব পোর্টাল ডেমনস্ট্রেটশন; সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ-এর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা; সুজন-এর ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন-২০১৬ ইত্যাদি চিত্র উঠে আসে। ২০১৬ সালের পাশাপাশি ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত 'নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' এবং 'বাংলাদেশের শিক্ষাধারার গতিপ্রকৃতি' শীর্ষক গোলটেবিল আয়োজনের প্রসঙ্গও এ পর্যায়ে আলোচনায় উঠে আসে।

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ: প্রতিটি সভায় দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের চারপাশে আজ অনেক সমস্যা। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা গণতন্ত্রের ঘাটতি। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকার্যকর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলও সরকারের অংশ। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধ দল প্রায় অনুপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে দেশে আজ শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু এই শান্তি প্রকৃত শান্তি নয়, চাপানো শান্তি। যে কোনো দিন এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর দলগুলোতে আন্তঃদলীয় কোন্দল না থাকলেও অন্তর্দলীয় কোন্দল আছে; বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলে।' তিনি বলেন, 'ধর্মীয় উগ্রবাদ আজ বিস্তার লাভ করছে। যে মৌলবাদী শক্তি দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়, দেশকে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চায়, ক্ষমতাসীনরা তাদের সাথে আপোষ করছে।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি ২০১৭ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য-পুস্তকে ব্যাপক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং হেফাজতে ইসলাম প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী ১৭টি গল্প ও কবিতা বাদ দেয়াসহ অসংখ্য পরিবর্তনের আনয়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আগে ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী বলতো, আমরা মাদরাসায় আমাদের মত করে পাঠ-ক্রম নির্ধারণ করবো। তোমাদের

এখানে কিছু বলার নেই। এখন তারা বলছে, তোমাদের সিলেবাসও আমাদের মত করতে হবে। আর এতে নতি স্বীকার করছে এক সময়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বর্তমান সরকার। ২০০৬ সালেও এরা খেলাফত মজলিসের সাথে চুক্তি করেছিল।' তিনি বলেন, 'একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তথা বহুত্ববাদী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। এমন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকবে, মানুষের মানবাধিকার থাকবে।'

সভায় অংশগ্রহণকারী সুজন নেতৃবৃন্দ এই পর্যায়ে খোলামেলাভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত করণীয়সমূহ নির্ধারিত হয়:

- সারাদেশের প্রতিটি স্তরে সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সমমনা মানুষদের সুজন-এর পতাকাতলে সমবেত করা।
- যত দ্রুত সম্ভব জেলা/মহানগর, উপজেলা/থানা ও পৌরসভা/ইউনিয়ন অর্থাৎ সকল স্তরের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি পুনর্গঠনসহ অদ্যাবধি কমিটি গঠিত হয়নি এমন মহানগর, উপজেলা/থানা ও পৌরসভা/ইউনিয়ন কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- জনস্বার্থে স্থানীয় ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ২০১৭ সালের জন্য জেলাভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পর তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- জেলাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা ফলো-আপের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয় কাঠামো সৃষ্টি করা।

প্রতিটি সভার শেষদিকে সভায় উপস্থিত জেলা, মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ জেলাভিত্তিকভাবে বসে স্ব স্ব জেলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন এবং সভায় উপস্থাপন করেন।

সারাদেশে অনুষ্ঠিত নয়টি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ঢাকা: ২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০.০০টায়, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা সংগঠনের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সীগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি ডা. মো. জাহাঙ্গীর আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মুসবাহ আলীম, শরীয়তপুর জেলা কমিটির সভাপতি আহসান উলাহ্ ইসমাইলী, নারায়ণগঞ্জ মহানগর কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী, ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব এমএন ইসলাম তপন চৌধুরী, মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন কচি, গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব ফিরোজ আহমেদ, নরসিংদী জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব হলধর দাস, ঢাকা মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব সেলিমা মসির-সহ আটটি সাংগঠনিক জেলার (ঢাকা জেলা, ঢাকা মহানগর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও শরীয়তপুর) ৮০ জন প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, সহযোগী সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশা ও আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল এবং এজিএম আলমগীর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগতিক ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব এমএন ইসলাম তপন চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। তিনি আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভায় করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকলকে খোলামেলাভাবে আলোচনার আহ্বান জানান। একইসাথে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আজকে আমরা যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো, তা বাস্তবায়নেও গুরুত্ব দিতে হবে।

সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ঢাকা আঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল। সংগঠনের ২০১৬ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন প্রকৌশলী মুসবাহ আলীম, ডা. মো. জাহাঙ্গীর আলম, আহসান উল্লাহ্ ইসমাইলী, অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী, জনাব আকবর হোসেন, জনাব ইকবাল হোসেন কচি, জনাব ফিরোজ আহমেদ, জনাব হলধর দাস, জনাব সেলিমা মসির, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক আলী আযম, জনাব সেলিনা হাফিজ, জনাব ফারজানা আক্তার, জনাব ফজলুল হক, জনাব মোহাম্মদ আলী পাঠান, ডা. মাসুম খান ডালু, জনাব জাহাঙ্গীর যুবরাজ, জনাব ক্যামেলিয়া চৌধুরী, জনাব লায়লা সাজিদ, জনাব মোহাম্মদ সেলিম, জনাব মাসুম বিল্লাহ্, জনাব বেলায়েত হোসেন সুমন এবং জনাব সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সভায় ঢাকা জেলা কমিটির পক্ষে জনাব ইউনুস আলী মাসুদ, নরসিংদী জেলা কমিটির পক্ষে জনাব হলধর দাস, শরীয়তপুর জেলা কমিটির পক্ষে জনাব আহসান উলাহ্ ইসমাইলী, মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন কচি, গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক জনাব ফিরোজ আহমেদ, মুন্সীগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষে ডা. মাসুম খান ডালু এবং ঢাকা মহানগর কমিটির পক্ষে জনাব আকবর হোসেন জেলাভিত্তিক

পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

রাজশাহী: ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০.০০টায়, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি কুকিজার চাইনিজ রেস্টুরেন্ট মিলনায়তন, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি জনাব সফিউদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল হালিম, রাজশাহী মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব পিয়ার বক্স, জয়পুরহাট জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব মতিউর রহমান, রাজশাহী জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ, নাটোর জেলা কমিটির সম্পাদক রওশন আরা শ্যামলী, রাজশাহী মহানগর কমিটির সম্পাদক ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফ, নওগাঁ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুন্নবী বেলাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আফতাব হোসেন, বগুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহীন-সহ সাতটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জাকারুল ইসলাম, এলাকা সমন্বয়কারী সুব্রত কুমার পাল, আসির উদ্দিন ও শামসুদ্দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগর কমিটির সম্পাদক ডা. মো. হেমায়েতুল ইসলাম আরিফ। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজশাহী জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি জনাব সফিউদ্দিন আহমেদ, সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল হালিম, রাজশাহী মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব পিয়ার বক্স, রাজশাহী জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ, নাটোর জেলা কমিটির সম্পাদক রওশন আরা শ্যামলী, নওগাঁ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুন্নবী বেলাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আফতাব হোসেন, বগুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহীন এবং নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব নূরুল হক প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন রাজশাহী মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব পিয়ার বক্স, সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব হেলাল আহমেদ, নওগাঁ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুন্নবী বেলাল, জয়পুরহাট জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব মতিউর রহমান, রাজশাহী জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আফতাব হোসেন এবং নাটোর জেলা কমিটির সম্পাদক রওশন আরা শ্যামলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

রংপুর: গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শনিবার, সকাল ১০.০০টায়, রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি এসোড ট্রেনিং সেন্টার, রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক জেলা রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট দীপক কুমার সাহা-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি খন্দকার খায়রুল আনাম, রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব আফতাব হোসেন, রংপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আকবর হোসেন, গাইবান্ধা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব অশোক সাহা, দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব লোকমান হাকিম, রংপুর মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব জিএম সাজ্জাদ হায়দার স্বাধীন, লালমনিরহাট জেলা কমিটির সদস্য পরেশ চন্দ্র রায়, নীলফামারী জেলা প্রতিনিধি জনাব আনোয়ারুল আলম, ঠাকুরগাঁও জেলা প্রতিনিধি জনাব তারেক হোসেন-সহ আটটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে এবং এলাকা সমন্বয়কারী পলাশ কুমার মন্ডল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুজন রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব আফতাব হোসেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট দীপক কুমার সাহা, কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি খন্দকার খায়রুল আনাম, দিনাজপুর জেলা কমিটির উপদেষ্টা জনাব মো. শহীদুল্লাহ, রংপুর জেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব খন্দকার ফখরুল আনাম বেন্জু, গাইবান্ধা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব আজিজার রহমান রংপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আকবর হোসেন, গাইবান্ধা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব অশোক সাহা, দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব লোকমান হাকিম, লালমনিরহাট জেলা কমিটির সদস্য পরেশ চন্দ্র রায়, নীলফামারী জেলা প্রতিনিধি জনাব আনোয়ারুল আলম, রংপুর জেলা কমিটির সদস্য জনাব বনমালী পাল, উলিপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব গোলাম মোস্তফা, চিলমারী উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব লুৎফর রহমান, ফুলছড়ি উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি জনাব গোলজার রহমান প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন রংপুর জেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু, দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব লোকমান হাকিম, রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব আফতাব হোসেন, গাইবান্ধা জেলা কমিটির প্রতিনিধি জনাব আহসানুল হাবিব মন্ডল, লালমনিরহাট জেলা কমিটির সদস্য পরেশ চন্দ্র রায়, কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য জনাব খন্দকার খায়রুল আনাম এবং নীলফামারী জেলা কমিটি প্রতিনিধি জনাব আনোয়ারুল আলম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

চট্টগ্রাম: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০.০০টায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি চট্টগ্রামের জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ড. সিকান্দার খান-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার ও চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী-সহ দুটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অর্ধ-শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়কারী জনাব সাখাওয়াত হোসেন ও এলাকা সমন্বয়কারী মাঈনুল ইসলাম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাগতিক চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়কারী জনাব সাখাওয়াত হোসেন।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন চকরিয়া উপজেলা কমিটির সম্পাদক জনাব শাহানা বেগম, মীরসরাই উপজেলা কমিটির সম্পাদক জনাব শাহাদাত হোসেন, মহেশখালী উপজেলার জনাব জাকের হোসেন, চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধি জনাব অজয় শঙ্কর মিত্র এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইয়ুথ লিডার রায়হান প্রমুখ।

সভায় চট্টগ্রাম জেলার কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

কুমিল্লা: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শনিবার, সকাল ১০.০০টায়, কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি নজরুল ইনস্টিটিউট, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক জেলা কুমিল্লা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, কুমিল্লা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান, নোয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, কুমিল্লা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আলী আকবর মাসুম, নোয়াখালী জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট এবিএম করিম, কুমিল্লা মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব ওমর ফারুক ভূঁইয়া, ফেনী জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব ইকবাল চৌধুরী-সহ চারটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার ও কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কুমিল্লা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আলী আকবর মাসুম। সংগঠনের ২০১৬ সালে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন তুলে ধরেন কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আইনুল হক, নোয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, কুমিল্লা মহানগর কমিটির

সহ-সভাপতি অরুণ কুমার সাহা, নোয়াখালী জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট এবিএম করিম, ফেনী জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব ইকবাল চৌধুরী, কুমিল্লা জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব রাশেদা আখতার, লাকসাম উপজেলা কমিটির সম্পাদক জনাব শামসুল করিম দুলাল প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন নোয়াখালী জেলা কমিটির পক্ষে নোয়াখালী জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট এবিএম করিম, ফেনী জেলা কমিটির পক্ষে জনাব জহুরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, এবং কুমিল্লা জেলা কমিটির পক্ষে অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক চৌধুরী এবং কুমিল্লা মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব ওমর ফারুক ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

যশোরঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শুক্রবার, সকাল ১০.০০টায়, খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি যশোরের জয়তী সোসাইটি মিলনায়তন, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক জেলা যশোর জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালেহা বেগমের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক জাফর ইমাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ইফতেখার হোসেন মিঠু, খুলনা জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট কুদরত-এ-খোদা, যশোর জেলা কমিটির ডা. মহিদুর রহমান, মাগুরা জেলা কমিটির সম্পাদক খান মো. শরাফত হোসেন, সাতক্ষীরা জেলা কমিটির সম্পাদক শেখ হেদায়েতুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট শরীফুল ইসলাম ঠাণ্ডু-সহ দশটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রঞ্জু ও খোরশেদ আলম এবং এলাকা সমন্বয়কারী গিয়াস উদ্দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক জাফর ইমাম। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব খোরশেদ আলম এবং ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব মাসুদুর রহমান রঞ্জু।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন উপরোল্লেখিত জেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও জনাব শেখ ইয়াকুব আলী, জনাব মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, সাংবাদিক প্রণব দাস এবং শেখর চন্দ্র সরকার প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির পক্ষে জনাব সেলিম রেজা, মেহেরপুর জেলা কমিটির পক্ষে জনাব অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, মাগুরা জেলা কমিটির পক্ষে জনাব জিএম তারিকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলা কমিটির পক্ষে শেখ হেদায়েতুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির পক্ষে জনাব শরীফ মাহমুদুল হাসান, যশোর জেলা কমিটির পক্ষে অ্যাডভোকেট সালেহা বেগম, বাগেরহাট জেলা কমিটির পক্ষে অ্যাডভোকেট শরীফুল ইসলাম ঠাণ্ডু, নড়াইল জেলা কমিটির পক্ষে জনাব মাহফুজুর রহমান লাবু, কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সদস্য ইফতেখার হোসেন মিঠু এবং খুলনা জেলা কমিটির পক্ষে অ্যাডভোকেট কুদরত-এ-খোদা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

বরিশালঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শনিবার, সকাল ১০.০০টায়, বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি বরিশালের বিএনডিএন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক জেলা বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য জনাব আক্কাস হোসেন-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, পিরোজপুর জেলা কমিটির সভাপতি জনাব মুনিরুজ্জামান নাসিম, ঝালকাঠি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব অধ্যাপক সোহরাব হোসেন, বরিশাল জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব কাজল ঘোষ, ভোলা জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব নাসির লিটন, বরিশাল মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব সুশান্ত ঘোষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. শাহ্ সাজেদা এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব হাবিবুর রহমান খান-সহ চারটি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা এবং এলাকা সমন্বয়কারী আল-আমীন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিশাল মহানগর কমিটির সম্পাদক জনাব সুশান্ত ঘোষ। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন বরিশাল জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব কাজল ঘোষ।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন উপরোল্লেখিত জেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অধ্যাপক বাদল মাহমুদ, অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান ফকির, জনাব গোলাম মোস্তফা, জনাব জয়নাল আবেদীন পাহাড়ী, জনাব রাশেদা আক্তার জলি, জনাব আবুল কালাম আজাদ, জনাব শংকর ভৌমিক, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব নূরুল ইসলাম এবং জনাব ফিরোজ উদ্দিন ভূঁইয়া প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন ভোলা জেলা কমিটির পক্ষে জনাব শিমুল চৌধুরী, ঝালকাঠি জেলা কমিটির পক্ষে অধ্যাপক সোহরাব হোসেন, পিরোজপুর জেলা কমিটির পক্ষে জনাব মুনিরুজ্জামান নাসিম এবং বরিশাল জেলা কমিটির পক্ষে জনাব কাজল ঘোষ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

ময়মনসিংহ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, শুক্রবার, সকাল ১০.০০টায়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভা ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এইচ এম খালেকুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, নেত্রকোণা জেলা কমিটির সভাপতি বাবু শ্যামলেন্দু পাল, টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট খান মোহাম্মদ খালেদ, শেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবু জাফর, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব ফিরোজ উদ্দিন ভূঁইয়া, জামালপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব সাজ্জাদ হোসেন, টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ ইউসুফ, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব প্রদীপ কুমার সরকার, ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব অ্যাডভোকেট শিব্বির আহমেদ লিটন-সহ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ছয়টি সাংগঠনিক জেলার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর, এলাকা সমন্বয়কারী সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, খায়রুল বাশার রাসেল এবং এএনএম নাজমুল হোসাইন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন স্বাগতিক জেলা কমিটি ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক অ্যাডভোকেট শিব্বির আহমেদ লিটন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ময়মনসিংহ আঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর এবং ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সহযোগী কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশা।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনায় অংশ নেন উপরোল্লেখিত জেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সভাটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নেন ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট শিব্বির আহমেদ লিটন ও অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু, জনাব সুজন ত্রিশাল উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুর রাজ্জাক, দুর্গাপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি অজয় সাহা, করিমগঞ্জ উপজেলার প্রতিনিধি সজল ভৌমিক, শেরপুর জেলা প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট আশরাফুন্নেছা রুবি, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা কমিটির সভাপতি ডা. আবুবকর সিদ্দিক, চর ঈশ্বরদিয়া প্রতিনিধি জনাব জিয়াউর রহমান, টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ ইউসুফ, ঘাটাইল প্রতিনিধি জনাব বাদল, মির্জাপুর প্রতিনিধি জনাব আবুল কাশেম খান, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট শাহ আশরাফ উদ্দিন দুলাল এবং নেত্রকোণা প্রতিনিধি জনাব মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট শিব্বির আহমেদ লিটন, টাঙ্গাইল জেলা কমিটির

সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ ইউসুফ, নেত্রকোণা জেলা কমিটির সভাপতি বাবু শ্যামলেন্দু পাল, জামালপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব সাজ্জাদ হোসেন, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ কুমার সরকার এবং শেরপুর জেলা কমিটির সদস্য জনাব রেজাউল করিম বকুল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

সিলেট: ০৫ মার্চ ২০১৭, শনিবার, সকাল ১০.০০টায়, হোটেল ফরচুন গার্ডেন, সিলেটে সুজন সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আজিজ আহমেদ সেলিম-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সভাপতি ডা. ছাদিক আহমদ, সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট হোসেন তৌফিক চৌধুরী, হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ এস এম মহসিন, মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব জহরলাল দত্ত, সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আলী হায়দার, সিলেট জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ্ শাহেদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুজন সিলেট জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ্ শাহেদা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এলাকা সমন্বয়কারী এএসএম আখতারুল ইসলাম এবং ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এলাকা সমন্বয়কারী আব্দুল হালিম।

সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক 'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে উপরোল্লেখিত জেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সভাটিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নেন জনাব উজ্জ্বল মেহেদী, জনাব মেজবাহ উদ্দিন, অ্যাডভোকেট জাকিয়া জামান, জনাব দেলোয়ার হোসেন জিলন, জনাব মেজবাউল বারি লিটন, জনাব রাধিকা রঞ্জন তালুকদার, জনাব জালাল উদ্দিন রুমি, জনাব ইকবাল হোসেন স্বপন, জনাব খালেদ আহমদ, জনাব সায়ীদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট সৈয়দ আশরাফ হোসেন, জনাব বদরুল হোসেন খান এবং ডা. ইসমাইল হোসেন পাটোয়ারী প্রমুখ।

সভায় জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ এস এম মহসিন, মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব জহরলাল দত্ত, সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক জনাব আলী হায়দার, সিলেট জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ্ শাহেদা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

গোলটেবিল বৈঠক

'নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ'

'নতুন নির্বাচন কমিশনকে জনগণের মধ্যে আস্থা অর্জন করা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মতানৈক্যে পৌঁছা এবং স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিতে হবে' বলে মন্তব্য করেছেন সুজন নেতৃবৃন্দ। গত ২ মার্চ ২০১৭, সকাল ১০.০০টায়, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকে এই মন্তব্য করেন সুজন নেতৃবৃন্দ।

সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুজন নির্বাহী সদস্য বিচারপতি মো. আব্দুল মতিন, সৈয়দ আবুল মকসুদ ও জনাব আলী ইমাম মজুমদার, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সুজন জাতীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জনাব অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর হিরু এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মইনুল ইসলাম প্রমুখ।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি প্রবন্ধের শুরুতে নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে স্বাগত

জানান। একইসঙ্গে পুরো জাতির স্বার্থে তাঁদের সফলতা কামনা করেন। তাঁদের সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুজন-এর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'নবগঠিত নূরুল হুদা কমিশন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সফলতা অর্জন করতে হলে তাঁদেরকে এগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এসব চ্যালেঞ্জের প্রধান উৎস হলো বিদায়ী রকিবউদ্দীন কমিশনের ব্যর্থতা। সরকারও অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদের সংখ্যা। কারণ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বর্তমান কমিশনের ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকি হলো তাদের মধ্যে সম্ভাব্য মতানৈক্য। বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আশা করি নবগঠিত কমিশন এ চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের সামনে অন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হলো কমিশনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা। আগের শামসুল হুদা কমিশনের নেতৃত্বে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছিল। নবগঠিত কমিশনের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো নির্বাচনী ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে আইনি কাঠামোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা নতুন কমিশনের জন্য আইনি কাঠামোতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি: (১) 'না-ভোটে'র বিধানের পুনঃপ্রবর্তন; (২) মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিলের বিধান; (৩) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিলের বিধান; (৪) সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে প্রদান; এবং (৫) রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি।'

তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আইন ও বিধি-বিধানে সংস্কার করলেই হবে না, নির্বাচন কমিশনকে সেগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।' এছাড়া সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরি, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের দিকে নজর দেয়া, নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে আগের অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধানটি ফিরিয়ে আনা, প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামা খতিয়ে দেখা ও বর্তমান ছকে পরিবর্তন আনা, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস ও মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ করা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধে রাজনৈতিক দলের অর্থের উৎসের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসা করা, নির্বাচনী সহিংসতা রোধে পদক্ষেপ নেয়া, আচরণবিধি আচরণবিধি মানতে কঠোরতা প্রদর্শন, আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করা, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের বিধি-বিধান সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে একটি আইন করা ইত্যাদি সুপারিশ/প্রস্তাব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি, নবগঠিত নির্বাচন কমিশন তাদের সততা, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবেন।' সরকার নির্বাচন কমিশনকে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন বলতে শুধু পাঁচজনকে বোঝায় না। বর্তমান কমিশনের সর্বমোট ৪ হাজার কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা নির্বাচনী ক্যাডার থাকা দরকার।' নির্বাচন কমিশনের নাম পরিবর্তনের সমালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, 'ইভিএম নিয়ে ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়া দরকার এবং যাদের ওপর ইভিএম মেশিনের দায়িত্ব দেয়া হবে তাদের ওপর আস্থা থাকতে হবে।'

এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, 'স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি যাদের নাম সুপারিশ করবে তাদের নামগুলো প্রকাশ করা হবে, যাতে জনগণ তাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু তা করা হয়নি।' বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে হলে দক্ষ ও সাহসী হতে হবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিচারপতি আব্দুল মতিন বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং আদালতের রায় অনুযায়ী এজন্য তাদের সব ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। তবে সরকারকে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। এছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।' শামসুল হুদা কমিশন যেসব সুপারিশ রেখে গিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'বর্তমান কমিশনের প্রধান কাজ হবে কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা ফেরানো। এছাড়া স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথা বলে আইনে প্রচুর সংস্কার আনতে হবে, নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসায় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন, বড় শহরগুলোতে সংসদীয় আসন সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া দরকার।'

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের বিষয় নয়। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কমিশন ব্যর্থ হলে পুরো জাতির বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। তাই আগামী জাতীয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে।' নতুন কমিশন তাদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং নৈতিক গুণাবলী দিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজনে সক্ষম হবেন বলেন আশা করেন তিনি।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে ইভিএম-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আমরা নতুন প্রযুক্তি কেন নেব না তা ভাবতে হবে।' নবগঠিত নির্বাচন কমিশন সততা ও যোগ্যতা দিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭: সুজন পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ

৩০ মার্চ ২০১৭, অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন। অন্যান্য নির্বাচনের মত এই নির্বাচন উপলক্ষেও সুজন বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান-সহ তা ভোটারদের মাঝে বিতরণ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্ন ধরনের প্রচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি। সুজন পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান: গত ১৬ মার্চ ২০১৭, বিকাল ৩.৩০টায়, কুমিল্লা টাউন হলে সুজন কুমিল্লা জেলা ও মহানগর কমিটির যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল মেয়র পদপ্রার্থীকে নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুজন কুমিল্লা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চারজন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে তিনজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রার্থীগণ হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সমর্থিত মো. মনিরুল হক সাক্কু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সমর্থিত শিরিন আক্তার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর (অব.) মো. মামুনুর রশীদ। উল্লেখ্য,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমার অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত হননি। অনুষ্ঠানটিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুজন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজমুদার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুজন কুমিল্লা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব শাহ্ আলমগীর হোসেন খান, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকবর মাসুম এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার প্রমুখ।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার-এর সঞ্চালনায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব শাহ্ আলমগীর হোসেন খান। এছাড়া কুমিল্লা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে' উপস্থিত মেয়র প্রার্থীরা তাঁদের বক্তব্যে নিজ নিজ স্বপ্ন, ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পাশাপাশি নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলা; নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেয়া এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করা; নির্বাচিত হলে সিটি করপোরেশকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরদের নিয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করা; সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কাজের জবাবদিহিতার জন্য বছরে কমপক্ষে একবার জনগণের মুখোমুখি হওয়া; প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করা; মহানগরকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি সম্বলিত লিখিত অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের মধ্য থেকে কয়েকজন এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং সকল ভোটার মুষ্ঠিবদ্ধভাবে হাত তুলে শপথ করেন। শপথবাক্য উচ্চারণকালে ভোটাররা বলেন যে, 'আমি এই মর্মে শপথ করছি যে, ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবো না। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেব না, দেব না, দেব না।'

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্চালনা-সহ ভোটারদের শপথবাক্য পাঠ করান সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। ভোটাররা তাঁর সাথে সমস্বরে শ্লোগান ধরেন 'আমার ভোট আমি দেব, জেনে-শুনে-বুঝে দেব। সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিকে দেব।'

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যচিত্র প্রকাশ: সুজন-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্যচিত্রে একদিকে যেমন সকল প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারি মামলার বিবরণ, বার্ষিক আয়, সম্পদের বিবরণ, ঋণ/দায়-দেনা,

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি একই সিটে উল্লেখ করা হয় তেমনি ভোটাররা যাতে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীদের বর্জন এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করে সে আহ্বানও জানানো হয়। উল্লেখ্য, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের তথ্যচিত্র ভোটারদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন: ২১ মার্চ ২০১৭, কুমিল্লা টাউন হলের সম্মেলনে কক্ষে সুজন কুমিল্লা জেলা ও মহানগর কমিটির যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সুজন কুমিল্লা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান সুজন কুমিল্লা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকবর মাসুম। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সুজন কুমিল্লা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব শাহ্ আলমগীর হোসেন খান, কেন্দ্রীয় সহযোগী সমন্বয়কারী সানজিদা হক বিপাশা প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে একদিকে যেমন সকল প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারি মামলার বিবরণ, বার্ষিক আয়, সম্পদের বিবরণ, ঋণ/দায়-দেনা, আয়কর প্রদান ইত্যাদি তথ্য তুলে ধরা হয় তেমনি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, প্রার্থী ও ভোটারদের প্রতি স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

আহ্বানে বলা হয়:

- **সরকারের প্রতি:** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- রাজনৈতিক দলের প্রতি: নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করুন। 'আমরা বিজয়ী হবোই'– এই ধরনের বক্তব্য না দিয়ে, গণরায় মাথা পেতে নেয়ার ঘোষণা দিন।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতি:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করুন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-সহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে নির্বাচনের পূর্বেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন। হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নিয়মানুযায়ী লিফলেট আকারে ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করুন।
- **মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধির কথা মনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।
- **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি:** নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা কোনো দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি:** পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।
- **গণমাধ্যমের প্রতি:** প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।
- **প্রার্থীদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন। ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- **ভোটারদের প্রতি:** ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন। অর্থ বা অন্যকিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, ধর্ম ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালো টাকার মালিক অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।